ওপেন-সোর্স প্রযুক্তি : ক্ষমতাহীনের হাতে ক্ষমতা

একটি প্রোপ্রাইটারি সফ্টওয়্যার কেনার পর যখন বিগড়ে বসে তখন চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে না কার? আর তার সমাধানও শুধু ওই একটি কোম্পানির হাতেই। কিন্তু লিনাক্স বা মাইএসকিউএলের মতো ওএসএস বিগড়ালে তার সমাধান দেয়ার জন্যে (ইন্টারনেটে) বসে আছে ডেভেলপারদের বিশাল গ্রুপ, ইন্টারনেট মেইলিং লিস্ট, আর্কাইভ্স ও সাপোর্ট ডেটাবেস। এবং এসবই পাওয়া সম্ভব নিখরায়।

ওএসএসগুলোর সবচেয়ে চমকপ্রদ সুবিধেটি হচ্ছে তার দাম। সফ্টওয়্যারটি ডাউনলোড করুন, ইন্সটল করুন এবং ব্যবহার করতে থাকুন– আর ওর জন্যে একটি পয়সাও দিতে হবে না! এতোটাই সরল ওএসএস-তত্ত্ব। বাংলাদেশের মতো দেশে আমরা যারা না চাইতেই লেটেস্ট সফ্টওয়্যারটি পেয়ে যাই তারা আসলে বুঝবো না সস্তা বা বিনামূল্যের সফ্টওয়্যার কতো প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু আমাদেরকেই যদি শুধুমাত্র উইন্ডোজ এক্সপি কিনতেই ১০০ ডলার বা ঝাড়া ৬০টি হাজার টাকা পকেট থেকে খসাতে হতো তাহলে বোঝা যেতো 'কতো টাকায় কতো সফ্টওয়্যার!'

'সেবার হোল্ডিংস' নামের একটি অ্যামেরিকান ট্র্যাভেল নেটওয়ার্ক ও ট্র্যাভেল রিজার্ভেশন সিস্টেম ধারণা করছে ওএসএস ব্যবহারের কারণে আগামী ৫ বছরে প্রতিষ্ঠানটির ১০ মিলিয়ন ডলারের মতো সঞ্চয় বাড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি পরিবহন ও সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান 'বেলিস ডিস্ট্রিবিউশন' বছর চারেক আগে একটি ডেটা ওয়্যারহাউজ তৈরিতে হাত দেয়। তার আইটি ডাইরেক্টর ক্রিস হেল্পস তখনই মাইএসকিউএল-এর সঙ্গে পরিচিত হন। এই চার বছরে ডেটাবেস সিস্টেমটি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি উপকৃত হয়েছে আর্থিকভাবে। 'মাইক্রোসফ্টের প্রয়োজনীয় সব টুল্স দিয়ে ইন্সটল করতে পিসিপিছু খরচ পড়তো ১৮২০। আর লিনাক্স এবং অন্যান্য ওএসএস দিয়ে ইন্সটলে সে খরচ নেমে আসে স্রেফ অর্ধেকে!'– জানান হেল্পস।

কিন্তু বড় বড় কর্পোরেট হাউজগুলোর কাছে টাকাটাই সব নয়। 'আমাদের কাজ সবচেয়ে সুচারুরূপে হচ্ছে কি না সেটাই আসল। এমনকি তার জন্যে আমরা বেশি টাকা দিতেও রাজি', বলেন এম্প্লয়ইজের অ্যালবার্গ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো বিনে পয়সার ওএসএসগুলো পয়সা দিয়ে কেনা সফ্টওয়্যারের চেয়েও চমৎকার কাজ করে। এম্প্লয়ইজ যখনই লিনাক্সে গেলো, কোম্পানির সার্ভার ফেইলিয়োর নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। উইন্ডোজ এনটি দিয়ে কাজ করার সময় প্রতিদিনই সার্ভারগুলো বিগড়ে বসতো! 'এখন মাসে বড়জোর দু'বার হয় এ সমস্যা। কোনো কোনো মাসে তো একেবারেই হয় না', ভাইস প্রেসিডেন্টের আনন্দের মাত্রাটা সহজেই অনুমেয়।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, সিসকো সিস্টেম্স ও নাইকনসহ হাজারের ওপরে প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার সার্ভিস প্রোডাক্ট যে প্রতিষ্ঠানটি হোস্ট করে সেই 'রাইটনাউ টেকনোলজিজে'র আইটি ডাইরেক্টর টমাস জিনেম্যান বলেন, 'ওপেন-সোর্স অ্যাপ্লিকেশনের রিসোর্স সারা দুনিয়াতে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে চাইলেই সাপোর্ট পাই, যে কোনো ডেভেলপারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি অথবা যে কোনো মুহূর্তে প্যাচ ডাউনলোড করতে পারি।' কোম্পানির হোস্টিং এনভায়রনমেন্ট চলছে লিনাক্স, অ্যাপাচে ও টমক্যাটের সাহায্যে। এর ৯৭% কাস্টমারই মাইএসকিউএল ব্যবহার করেন। জিনেম্যান বলেন, 'সত্যি করে বললে, ওএসএস-এর চেয়ে কেনা সফ্টওয়্যারগুলোর জন্যে সাপোর্ট পাওয়াতেই বেশি সমস্যা হতো!'

শুধু সাশ্রয়ী বলেই নয়, এমনকি লিনাক্স কাজও করে এনটি'র চেয়ে দ্রুত। ২০০০ সালে এম্প্লয়ইজের কাজের পরিধি বেড়েছে দ্বিগুণ, কিন্তু বাড়াতে হয়নি সার্ভারের সংখ্যা। অ্যালবার্গের মতে, 'লিনাক্স আমাদের কাজের ক্ষমতা ও গতি ৫০ থেকে ৭৫% বাড়িয়ে দিয়েছে!'

বিডিকম অনলাইনের রাহাত আইয়ূব বলেন, 'ওএসএসগুলোর জনিপ্রয়তার পেছনে একটি বড় কারণ এর স্বচ্ছতা। যেমন অনেক দেশের সরকারই চায় সফ্টওয়্যারসংক্রান্ত জটিলতা এড়িয়ে চলতে। ওএসএস এক্ষেত্রে খুবই নির্ভরযোগ্য।' অর্থাৎ একে তো সাশ্রয়ী তায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। ফলে যে কোনো বিচারেই প্রোপ্রাইটারি সফ্টওয়্যারের চেয়ে ওএসএস-এর সুবিধের পাল্লা বেশ ভারি। সুতরাং ওএসএস-এর প্রতি ঝোঁকাটাই তো স্বাভাবিক।

ওপেন-সোর্স ও আমরা

অনেকেই হয়তো জানেন না, বাংলাদেশের ৫০%-এরও বেশি অফিসে ওএসএস সিস্টেম ও মাইএসকিউএল ডেটাবেস ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ৯০% বাংলাদেশী আইএসপি লিনাক্স, অ্যাপাচে, পিএইচপি, মাইএসকিউএল, সেন্ডমেইল প্রভৃতি ওএসএস ব্যবহার করছে (বাংলা আইটি রিসার্চ, জানুয়ারি ২০০০৪)।

কিন্তু এ পরিসংখ্যানটিও আসলে সমুদ্রে গোস্পদ মাত্র। ওপেন-সোর্স নিয়ে সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে তৎপর তার নাম বায়োস, বাংলা ওপেন-সোর্স কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম। ১লা আগস্ট, ২০০২-তে বায়োস আত্মপ্রকাশ করে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। বাংলাদেশে 'মুক্ত উৎস' প্রযুক্তির জন্য প্রাথমিক রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা, ওপেন-সোর্স প্রযুক্তির উপযোগিতা সংক্রান্ত সচেতনতা উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, গণমাধ্যম প্রচারনা, তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা করা, এবং বিভিন্ন 'মুক্ত-উৎস' সফ্টওয়্যারকে বাংলা ভাষার উপযোগী করে তোলা সংগঠনটির লক্ষ্য। 'বাংলাদেশ এই মুহূর্তে একটি বড় রকমের ঝুঁকির মুখে আছে', বললেন মৃদুল চৌধুরী, বায়োসের অন্যতম ট্রাস্টি এবং সাপোর্ট আইসিটি টাস্কফোর্স কন্সাল্ট্যান্ট। 'কারণ বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই যে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে তা আসলে পাইরেটেডই। কেননা কেনা হয় একটি সফ্টওয়্যার আর ব্যবহার করা হয় শ শ কম্পিউটারে। আমাদের কম্পিউটার ল্যাবগুলোও উইন্ডোজভিত্তিক। আমাদের শিক্ষকরাও আসলে এ ব্যাপারে সচেতন নন। বিজনেস সফ্টওয়্যার অ্যালায়েন্স নামে মাইক্রোসফ্টের যে পুলিসিং এজেন্সি আছে তার কাজ হচ্ছে পাইরেটেড সফ্টওয়্যার ইউজারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া। তো খুব দ্রুতই এরা বাংলাদেশে চলে আসবে এবং নিশ্চিতভাবেই আমরা ধরা খাবো।'

তিনি বললেন, 'একে প্রতিরোধ করতে হলে যতো দ্রুত সম্ভব আমাদের লিনাক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে এবং ওপেন-সোর্স সফ্টওয়্যারে যাওয়া প্রয়োজন।'

মৃদুল প্রশ্ন তোলেন, 'কেন আমরা এতো দাম দিয়ে উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করতে যাবো। একে তো দাম, দ্বিতীয়ত এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের উপযোগীও নয়। উইন্ডোজ যে বাংলার কথা বলে সেটি কী আমাদের উপযোগী করে তৈরি? ওটা হয়েছে ভারতের কথা মাথায় রেখে। এতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ কোথায়? এর সঙ্গে আমার সার্বভৌমত্বের প্রশ্নও জড়িত। সফ্টওয়্যারের ক্ষেত্রে ইউজারের নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বড় বিষয়। যা ওপেন অ্যাপ্লিকেশনগুলোয় সম্ভব।'

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ওপেন সোর্সের অবস্থান কী? মৃদুল জানালেন, 'বিষয়টি এখনো খুব প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা এর বিশাল সম্ভাবনার কথাই জানেন অধিকাংশরা। তাই ওপেন-সোর্স নিয়ে অ্যাডভোকেসি করছি।'

'আমরা যারা ওপেন-সোর্স নিয়ে কাজ করছি তারা একটা কমিউনিটির মতো কাজ করছি,' বললেন রাহাত আইয়ূব।

বায়োসের কাজের মধ্যে এখন আছে বাংলা ডাটাবেজ প্রযুক্তি ,বাংলা ইন্টারনেট প্রযুক্তি, বাংলা অফিস সফটওয়্যার, বাংলা অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন, বাংলা টেক্সট টু স্পিচ, বাংলা স্পিচ রিকগ্নিশন, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ, পল্লী তথ্যকেন্দ্রের উপকরণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তথ্য-যোগাযোগ, প্রযুক্তি ভিত্তিক সহায়তা। 'এই কাজগুলো বায়োসের স্বেচ্ছাসেবা', জানালেন রাহাত আইয়ূব।

নতুন করে ভাবছে মাইক্রোসফ্ট

এই যখন অবস্থা তখন নিজেদের একচেটে আধিপত্য ধরে রাখতে মাঠে নেমে পড়েছে মাইক্রোসফ্ট। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের জন্যে উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেমের থাই সংস্করণের ঘোষণা দিয়েছে। থাই সরকারের লো কস্ট পিসি প্রোগ্র্যামের কথা ভেবেই এ উদ্যোগ। থাই ভাষায় তৈরি এই সংস্করণের উদ্দিষ্ট শ্রেণী হবে প্রথমবারের মতো যারা কম্পিউটার ব্যবহার করছে। দাম পড়বে ৪০ ডলার যেখানে এক্সপির স্ট্যান্ডার্ডের দাম কম বেশি একশো ডলার।

এই উদ্যোগের কারণ যে ক্রমশ শক্তিমান ওপেন-সোর্স জোয়ারকে ঠেকানো তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারগুলোর সফ্টওয়্যারের বিপুল দামের অভিযোগও এর আরেকটি কারণ। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সিটিও পিটার মুর জানিয়েছেন আরো কয়েকটি এশীয় ও লাতিন আমেরিকান দেশে একই রকম উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'তবে এর মানে এই নয় যে সবখানেই আমরা দাম কমাতে শুরু করবো', তার ব্যাখ্যা। মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশনের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সিটিও পিটার মুর মুর এখন এশিয়া-প্যাসিফিক দেশগুলোয় সফরে আছেন। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশের সরকার ও নীতি নির্ধারকদের বোঝাচ্ছেন টাকা দিয়ে কেনা সফ্টওয়্যার কতো ভালো!

তার মতে, বাণিজ্যিক সফ্টওয়্যার সবসময়ই একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ। 'মাইক্রোসফ্ট তাদের ইউজারদের জন্যে সেরা সমাধান বাৎলে দিয়ে যাবে।' তবে এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, তা কিন্তু পয়সা দিয়ে কেনা সফ্টওয়্যারের জন্যে!

ওপেন-সোর্স মডেল সফ্টওয়্যার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে?

ওদিকে এশীয় অঞ্চলে থেকে মুরের মাথা ঠাণ্ডা থাকলেও খোদ আমেরিকায় বিল গেট্সের কর্মচারিদের কিন্তু শান্তি নেই। এদেরই একজন জিম গ্রে, মাইক্রোসফ্টের প্রকৌশলী, 'যে ব্যাপারটায় আমি সবচেয়ে বিভ্রান্ত তা হলো যদি ওপেন-সোর্স থাকে তাহলে একটা সফ্টওয়্যার প্রতিষ্ঠান টিকবে কী করে?'

কোনো রকম রাখঢাক না করেই তিনি বলেন, 'যে কোম্পানিগুলো স্ট্যান্ডার্ড তৈরিতে আছে তারাও তো সফ্টওয়্যারই তৈরি করছে। এখন যদি ফ্রি সফ্টওয়্যারের চেয়ে তাদের সফ্টওয়্যারের মান আরো ভালো না হয় তো কে কিনবে সেই সফ্টওয়্যার?'

ওএসএস কোম্পানিগুলো যখন এভাবে এগোচ্ছে তখন আবার নতুন এক প্রশ্ন জুড়ে দেয়া হয়েছে: ওপেন-সোর্স কী সবার জন্যে, সব প্রতিষ্ঠানের জন্যে যথোপযুক্ত? ক্যাপ জেমিনি আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়াং-এর সিটিও অ্যান্ডি মুলহল্যান্ডের মতে, 'এটা আসলে মনোভাবের ব্যাপার। ওপেন-সোর্স বিষয়ক যতো বিতর্ক হয় তাতে ওপেন-সোর্স সফ্টওয়্যারকে তাচ্ছিল্য করার এটা প্রবণতা থাকে।' এর পেছনের রাজনীতিটাও তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন, ' আসলে এ তো প্রযুক্তির ইশ্যু নয়, বাণিজ্যিক ইশ্যু!'

❑ কামরুয্যামান তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট ও 'বায়োস'